ধ্রুপদের মঞ্চ নাটকঃ সোজন বাদিয়ার ঘাট

সৃজনশীলতার এক অনন্য পরিবেশনা

সফি দেলোয়ার কাজল, ভার্জিনিয়া থেকে।

গত ১৬ই নভেম্বর শুক্রবার ভার্জিনিয়ার জর্জ মেশন ইউনির্ভাসিটির হ্যারিস থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হলো মেট্রো ওয়াশিংটনের সাংস্কৃতিক সংগঠন-'ধ্রুপদ' পরিবেশিত পল্লী কবি জসিমউদ্দিনের অমর গাথা সোজন বাদিয়ার ঘাট। বাংলাদেশের বানে ভাসা এবং সম্প্রতি সামুদ্রিক ঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে ধ্রুপদ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এবং ওলড রাজশাহী ক্যাডেট এসোশিয়েশন (অরকা)এর যৌথ উদ্যোগে এবং জর্জ মেশন ইউনির্ভাসিটির বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠন 'পেট্রোয়েটিক বেংগলী' এবং তরুন তারুন্যের '৭১ এর গল্প' গ্রুপের সহযোগিতায় আয়োজিত এই নাটক প্রায় চার শতাধিক সুধী দর্শক মুগ্ধ নয়নে - আনন্দ চিত্তে উপভোগ করে। নাটকের সুবিন্যস্ত কাহিনী, নয়নাভিরাম মঞ্চ সজ্জা, সুনিপুন আলোকসম্পাত আর সুনিয়ন্ত্রিত মঞ্চ ব্যবস্থাপনা, সর্বপরি শিল্পী কলা কৌশলীদের প্রাণবন্ত অভিনয়ের এক অপরূপ সৃষ্টি এই সোজন বাদিয়ার ঘাট।

কবি জসিমউদ্দিনের বিশাল ক্যানভাসের এই গীতি কাব্য গাথার নাট্যরূপ এবং নাট্য নির্দেশনা দিয়েছেন ডঃ অনুতোষ সাহা। শুধু তাই নয় নাটকটির সংগীত পরিচালনায় এবং অভিনয়েও তিনি মুনসীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও এটা বলা চলে একটি শৈল্পিক সাফল্য গাথার পিছনে সম্মিলিত উদ্যোগ এবং প্রয়াসের একান্ত প্রয়োজন। অনুতোষ সাহার নেতৃত্বে ধ্রুপদের গুনী কর্মীবৃন্দ একটি গ্রুপ থিয়েটারের আদলে সংগঠিত, এক নিষ্ঠ কর্ম তৎপরতার ফসল এই নাটক। তবে অনুতোষ সাহার পাশে হিরন চৌধুরী এবং শওকত খান দীপুর মত প্রতিভাবান সজ্জন ব্যক্তির সক্রিয় অংশগ্রহন এবং সংগঠনও এই সাফল্যের পিছনে কাজ করেছে।

সোজন বাদিয়ার ঘাট -বিরাট ক্যানভাসে আকা আমাদের শ্রেনী বিভক্ত সামাজের এক অন্যন্য দর্পন।

আজ থেকে প্রায় ৭৪ বছর আগে রচিত এই গীত কাব্য গাথায় বিবৃত তৎকালীন আর্থ সামাজিক অবস্থান থেকে বর্তমান বাস্তবতার অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। সামাজিক বিবর্তনের ধারায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে এসেছে সৃজনশীলতা আর আধুনিকতা ছোয়া।

সৃষ্টি হয়েছে সুশীল সমাজ বলে কথিত একটি শ্রেনী। তবে যে দ্বিজাতি তত্তের বড়ি খাইয়ে অসম্প্রদায়িক চরিত্রের বাংগালী সমাজের মাঝে যে বিভাজনের রেখা একে দেয়া হয়েছিল অতীতে, বর্তমানেও আমাদের সমাজে সেই প্রয়াস অব্যাহত আছে। বর্তমান সামাজে নায়েব মহাশয়দের দাপট আর নেই কিন্ত ভিন্ন নামে এবং অবস্থানে তাদের ছায়া মিত্র এখনও আমাদের সমাজে বিরাজমান। তাই সোজন বাদিয়ার ঘাট শুধু অতীতমুখী কোন গল্প গাথা নয় বরং বর্তমান বিশ্ব এবং সমাজ বাস্তবতার এক অনন্যন্য দলিল হয়ে এখনও মানুষের বিবেক আর উপলব্ধির কাছে দায়বদ্ধ হয়ে আছে। সোজন বাদিয়ার ঘাটের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে সোজন এবং দুলির প্রেমকে কেন্দ্র করে। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে উৎসব পাগল বাংগালী ভাগ করে নেয় আনন্দ- বেদনা, সুখ- দুখ। তাই তো বাংগালীর উৎসবগুলি মিলিত সাংস্কৃতির বাহন হয়েই বাংগালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করে। তথাপিও বিভিন্ন স্বার্থপরতা আর আধিপত্য বিস্তারের ঘৃন্য রাজনীতি বার বার ছোবল মেরে সাপ্রদায়িকতার হিংসা আর বিদ্দেশ ছড়িয়ে ক্ষত বিক্ষত করে আমাদের সামাজিক সম্প্রিতি , যা কখনও কখনও রক্ত স্নাত বিভাজনের রেখা একে দেয় বাংগালীর অন্তরে।

নাটকের সোজন চরিত্রে অভিনয় করেছে ওয়াসিউল ইসলাম গোর্কি, দুলি চরিত্রে ইফাত নেওয়াজ নীতু, নায়েব -মাসুদ আহমেদ, গদাই মোড়ল- অনুতোষ সাহা, দুলির মা- নাসরিন হাসান, সমির -ইকবাল হাসান অঞ্জন, মুনসী-ইনাম হক,বেলুন ওয়ালা- সানিউর খন্দকার, মিস্টিওয়ালা-অভীক সাহা, দুলীর বান্ধবী-রিম চৌধুরী, পুলিশ অফিসার-হিরন চৌধুরী, পুলিশ- তাফিজ হক, জিব্রান ইসলাম, দুলির দ্বিতীয় স্বামী- আমিরুল রনি, অন্যান্য চরিত্রে অনিক,অগ্র মন্ডল,কারীন, মহসীন,প্রান্তিক,শোভন, সোহেল,তানিম,অরীন,ঝর্না,করুনা,সামারা।
পুরো নাটকের কাহিনীকে এগিয়ে নেয় গীত, নৃত্য আর পংক্তিমালার সুচারু কারুকাজে। দলগত সংগীতে অংশ নেন টিংকু সাহা, লুমিয়া জামান,আহসানুল হক,অনুব্রত, হিরন চৌধুরী, ইনসা হক, নাসরীন হাসান, নাজিয়া নওশাদ, অনুতোস সাহা, অনন্তা এবং মার্ক রোজারিও। তবলা সংগঠনে ছিলেন কিশোর বালক অনীক সাহা। দলীয় নৃত্যে অংশ গ্রহন করেন অদিতা, আনিকা, অন্তরা কাউরী, রিম, সিলভী জামিল, এবং দিসা আলী। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন সংগামিত্র। নাটকের সুত্রধরের ভুমিকাতে ছিলেন শওকত খান দীপু।

ধ্রুপদের সোজন বাদিয়ার ঘাটের এটা ছিল ৩য় পরিবেশনা। এবারের নাটকে নায়িকা দুলীর চরিত্রে লুনার বদলে অভিনয় করেন নৃত্য শিল্পী নীতু। এই নায়িকা বদলের কারণ জানা না গেলও অনেকেই বিষয়টি নিয়ে উৎসুক ছিলেন। সোজন-দুলির রোমান্তিক পর্বের কিছু কিছু ক্ষেত্রে লুনা-গোর্কির মত নিতু-গোর্কি জুটির স্বতঃফুর্ত টা লক্ষ্য করা যায়নি। কোথায় যেন একটা ছন্দপতন বলে মনে হয়েছে। তবে সামগ্রিক ভাবে নীতুর পারফরমেনস ভাল ছিল। এই ব্যাপারে দর্শকদের সারিতে বসা লুনার অনুভুতি জানতে চাইলে তিনি বলেন নীতু ভাল করেছে। আর মঞ্চের বদলে দর্শকের অবস্থানের কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তর এড়িয়ে মুচকি হেসে বললেন ভালই লাগছে। এখন টেনশন মুক্ত হয়ে নাটক দেখতে পরছি। বেশ ভালই লাগছে।
প্রবাসের মাটিতে যান্ত্রিক ব্যস্ততা, নানাবিধ সীমাবদ্ধতা আর অপেশাদার কলা কুশলীদের দ্বারা সংগঠিত প্রায় নির্ভুল একটি নাটক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ধ্রুপদ অসাধ্য সাধন করেছে। এ জন্য সংগঠন হিসাবে ধ্রুপদ এবং নাটকের রূপকার অনুতোস সাহাকে অভিনন্দন ।